ভোরের কাগজ

তারিখ ... SEP. 6 1999
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ২

84

রংপুর মেডিকেল কলেজের শব ব্যবচ্ছেদ ক্লাস

পাঁচ বছর ধরে একই লাশ কাটাকুটি করছে শিক্ষার্থীরা

পরিমল মজুমদার : রংপুর মেডিকেল কলেজে বেওয়ারিশ লাশের অভাবে গত ৪ বছর ধরে ছাত্রছাত্রীরা শব ব্যবচ্ছেদ ক্লাসে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে না। ৪ বছর আগের ব্যাচের ছাত্রীদের দ্বারা কাটাছেঁড়া লাশগুলো দিয়ে কোনো মতে ক্লাস করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বেওয়ারিশ লাশ গত কয়েকবছর ধরে পাওয়া না যাওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, '৯৫ সালের প্রথম বর্ষের ছাত্রীরা তারও একব্যাচ আগের শিক্ষার্থীদের ডিসেকশন (ব্যবচ্ছেদ) করা দুটি 'ডেডবডি' দিয়ে ক্লাস করেছিল। কিন্তু তারপরেও হাসপাতালে বেওয়ারিশ কোনো মানুষের লাশ সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় পরের চারটি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ঐ দুটি কাটাছেঁড়া ডেডবডি উল্টে-পাল্টে কোনোরকমে ডিসেকশন ক্লাস করেছে।

শিক্ষার্থীদের বক্তব্য অনুযায়ী মানবদেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পেশি ও ধমনীর সঙ্গে বাস্তবে পরিচিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি এই ডিসেকশন ক্লাস। কিন্তু লাশের অভাবে চারটি ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা শুধু তত্ত্বগত ও পুঁথিগত ধারণা নিয়েই ডিসেকশন ক্লাস শেষ করেছে। রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. হামিদুর রহমান লাশ সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, গত ৪ বছর ধরে এ অচলাবস্থা চলছে।

এ ব্যাপারে অ্যানাটমি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. আফরোজা বুলবুল এই প্রতিবেদককে বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতি বছর ৪টি ডেডবডির প্রয়োজন। কিন্তু গত ৪ বছর ধরে সংশ্লিষ্ট কলেজ হাসপাতালে বেওয়ারিশ ব্যক্তির মৃত্যু না হওয়ায় বা কেউ মরণোত্তর দেহদান ন করায় ডেডবডি সংগ্রহ করা যায়নি। ফলে ডিসেকশন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ৪ বছর আগের ডিসেকশন করা লাশ দিয়েই ক্লাস করা হচ্ছে।